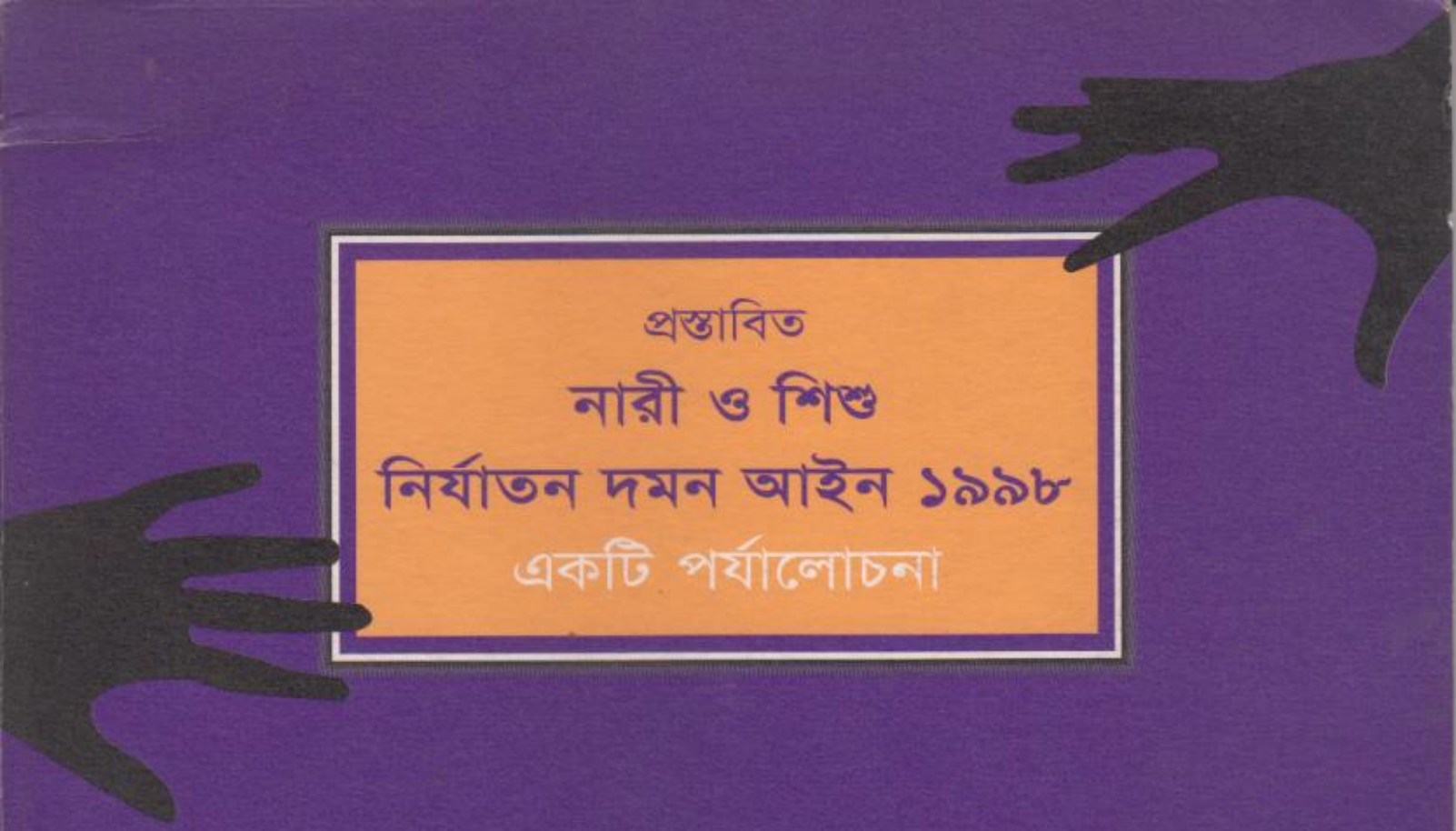

প্রস্তাবিত

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৮

একটি পর্যালোচনা

নারীপক্ষ

প্রস্তাবিত
নারী ও শিশু
নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৮
একটি পর্যালোচনা

নারীপক্ষ

এই কাজটি সম্পূর্ণ ভাবে নারীপক্ষের নিজস্ব তহবিল সমর্থিত

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৮
জৈষ্ঠ্য ১৪০৫

প্রকাশক
নারীপক্ষ
বাড়ী ৯১/এন # ১এ সড়ক ৭এ ধানমন্ডি ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮৮০-২-৮১৯৯১৭ ফ্যাক্স ৮৮০-২-৮১৬১৪৮

ডাক যোগাযোগ : জি.পি.ও বক্স নং-৭২৩
E-mail : convenor@naripkho.pradeshta.net

মুদ্রণ
প্রিন্টক্রাফট
পুরানা পল্টন, ঢাকা - ১০০০

প্রোডাকশান
জার্নিম্যান
৮/১৬, ইস্টার্ন প্লাজা
সোনারগাঁও রোড, ঢাকা - ১২০৫

Proposed Nari o Shishu Nirjaton Domon Act 1998: A Review
Published by Naripokkho, House 91/N # 1A, Road 7A,
Dhanmondi, Dhaka- 1209, Bangladesh.

পর্যালোচনার কাজটি সমন্বয় করেছেন সাদাফ সায্ সিদ্দিকী

সহযোগিতা করেছেন শিরীন হক, শামসুন নেসা, ফজিলা বানু ও মাহবুবা মাহমুদ

প্রস্তাবিত
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৮ এর উপর
নারীপক্ষ'র মন্তব্য

এই পর্যালোচনাটি বাংলা এবং ইংরেজীতে তৈরী করা হয়েছে। আমরা আশা করছি যে প্রস্তাবিত "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৮" এর উপর বৃহত্তর আলোচনা ও জনমত যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এই প্রকাশনাটি অবদান রাখবে।

রাশিদা হোসেন
আহ্বায়ক
নারীপক্ষ

ভূমিকা

নারীর প্রতি যে সহিংসতা, নির্যাতন, বৈষম্য ও অবিচার বিরাজমান, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনে নারীপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে নারীপক্ষ নারী নির্যাতনের উপর দুই বৎসরের একটি গবেষণা কাজ পরিচালনা করছে। উপরন্তু দ্রুত সমীক্ষার (Rapid Assessment) মাধ্যমে নারী নির্যাতন বিষয়ে আরো একটি গবেষণার কাজ সম্প্রতি শেষ করেছে।

নারীপক্ষ নারী নির্যাতন রোধে প্রস্তাবিত "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন" আইন ১৯৯৮-এর উপর কিছু মতামত ও সুপারিশ সম্পন্ন একটি দলিল তৈরী করেছে যা এই সংগে সংযুক্ত করা হলো। এসকল মতামত ও সুপারিশ নারী অধিকার আন্দোলনের দৃষ্টিকোন থেকে করা হয়েছে। এই দলিল তৈরীর জন্য নারীপক্ষ সদস্যরা একাধিক বৈঠক করেছে। এই সকল বৈঠক থেকে প্রাপ্ত তথ্য, নারীপক্ষ'র গবেষণা ও নারী নির্যাতন বিরোধী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতার আলোকে এই মতামত তৈরী করা হয়েছে। গত ২১শে মার্চ ১৯৯৮ নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আদালতের বিচারক, আইনজীবি (Public prosecutor), জেলা আদালতের মহিলা বিচারক এবং আইন মন্ত্রনালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে নারীপক্ষ একদিনের একটি কর্মশালার আয়োজন করেছিল। উক্ত কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য ও সুপারিশসমূহ সংযুক্ত দলিলটি তৈরীর ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে।

(১) নারী নির্যাতন দমন বা রোধের ক্ষেত্রে আইন সংস্কারের যে উদ্যোগ সরকার নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। নারী নির্যাতন রোধকল্পে আইন একটি উপায়/মাধ্যম। তবে আইন প্রয়োগ ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে আইন সংস্কার যথেষ্ট নয়, সমগ্র বিচার ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট সংস্কার প্রয়োজন। ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো হলো ব্যাপক দুর্নীতি, জবাবদিহিতার অভাব, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ, প্রতিশ্রুতিবোধের অভাব, কর্তব্যে অবহেলা, অদক্ষতা, নৈতিকতার অভাব, দলীয় রাজনীতির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ, ক্ষমতাশীলদের দূর্বলের প্রতি হুমকি ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, নানান পদ্ধতিগত সমস্যা, দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য ন্যায় বিচারের অনিশ্চয়তা এবং সর্বোপরি মামলা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বিচার ব্যবস্থায় কর্তব্যরত ব্যক্তিদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতির অভাব। বিচার বিভাগ, চিকিৎসা বিভাগ এবং আদালত প্রশাসনে কর্তব্যরত ব্যক্তিদের নারীর প্রতি সামাজিক ভাবে গ্রথিত বিরূপ মনোভাব, বিশেষ করে যৌন নির্যাতনের শিকার নারীদের প্রতি, ন্যায় বিচার সম্পাদনে বিরাট অন্তরায়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যৌন নির্যাতনের কারণে নারী কলঙ্কিত এবং সে-ই অপরাধী। এ সব অযৌক্তিক ধারণা পরিহার করতে হবে নতুবা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উন্নতি হবে না। সুষ্ঠুভাবে মামলা পরিচালনা করতে হলে আদালতে মামলা পরিচালনা পদ্ধতিকে নির্যাতিত নারীর প্রতি সংবেদনশীল এবং জবাবদিহি হ'তে হবে।

(২) নারী নির্যাতন দমন আইনের সংগে সন্ত্রাস বিরোধী আইন যুক্ত করায় আমরা উদ্বিগ্ন। বর্তমানে নারী নির্যাতন বিষয়টি দেশের একটি গুরুতর সমস্যায় পরিণত হয়েছে। নারী নির্যাতন রোধে যদি বিশেষ এবং ভিন্ন একটি আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়ে

থাকে, তবে সন্ত্রাস দমন বিষয়টি এই আইনে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে নারী নির্যাতন বিয়ষটির গুরুত্বকে হালকা করে ফেলা হবে এবং আইনের কার্যকারিতাও এতে কমে যাবে। নারী নির্যাতন সমস্যাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে বিল থেকে "সন্ত্রাস দমন" বিষয়টি বাদ দেয়া হোক।

(৩) কোন ধর্তব্য অপরাধ সংঘটিত হলে সরকারেরই দায়িত্ব এই অপরাধের বিচার করা। যদি এই ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার আইনের আশ্রয় নিতে সক্ষম বা আগ্রহী না হয়, তবুও সরকারকেই ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে। জন কল্যাণের স্বার্থে সরকার এই ধরণের অপরাধকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করবে, এই নীতিই পালন করা উচিত। মামলা রুজু করার প্রধান দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের, নির্যাতিত নারী বা তার পরিবারের নয়।

(৪) নীতিগতভাবে নারীপক্ষ সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডকে সমর্থন করেনা। দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হিসেবেও মৃত্যুদন্ডের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে।

(৫) আইনে চূড়ান্ত দন্ড প্রদানে কঠোর শাস্তির বিধান সম্ভবত শাস্তি প্রদানের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে। আমাদের গবেষণায় এই ধরণের তথ্য পাওয়া গেছে। দোষীব্যক্তি প্রায়শঃই ভয়ভীতি দেখিয়ে বা অর্থের বিনিময়ে সাজা এড়াবার চেষ্টা করে। কঠোর সাজা প্রদান নিশ্চিত করতে হ'লে একজন বিচারককে শক্তিশালী সাক্ষী, আলামত এবং দলীল দেখতে হয় যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়না। নূন্যতম শাস্তির মাত্রা আর একটু কম হলে অপরাধী খালাসের সংখ্যা আরো কম হতো। শাস্তির পরিমানে তারতম্যের বিধান থাকলে বিচারক তার ভিত্তিতে বিচার সম্পাদন করতেন। অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মৃত্যু দন্ডের বিধান থাকায় সামান্য সন্দেহের কারণে অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। শাস্তির কঠোরতার চেয়ে শাস্তির নিশ্চয়তা দৃষ্টান্ত হিসেবে অধিক কার্যকর হতে পারে।

(৬) ধর্ষন, এসিড নিক্ষেপ বা যৌতুকের কারণ ছাড়াও নারী খুন হতে পারে এই বিষয়টি এই আইনের আওতায় আনা হয়নি। যৌন নির্যাতন, যৌন উৎপীড়ন বা উত্যক্ত করার বিষয়টিও এই আইনে আনা হয় নি। স্ত্রীর ওপর নির্যাতন (সাধারণ এবং গুরুতর আঘাত, যৌতুক ছাড়াও নির্যাতনের ফলে স্ত্রীর মৃত্যু) এই আইনে যুক্ত করা হয়নি। নারীর প্রতি সংঘটিত উপরোক্ত গুরুতর অপরাধের বিষয়গুলো প্রস্তাবিত আইনে না থাকার ফলে এই আইনকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আইন বলা যাবে না। বর্তমান দন্ডবিধি আইন সংস্কারের মাধ্যমে নারীর প্রতি সংঘটিত সকল প্রকার নির্যাতন এবং অপরাধ প্রতিরোধ করার জন্য বিচার আরও কার্যকর হবে, না কি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, এই ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত নেয়া উচিত।

(৭) 'স্ত্রী'র উপর অত্যাচার, মারধর একটি গুরুতর সমস্যা। এই আইনে এই বিষয়টি যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি, তবে যৌতুক সংক্রান্ত কারণে স্ত্রীকে মারধরের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। এ থেকে এই ধারণা হতে পারে যে যৌতুকের জন্যই 'স্ত্রী'-কে মারধর করা হয়। স্বামী বা তার

পরিবারের যে কেউ দ্বারা যে কোন কারণেই 'স্ত্রী'র উপর কম বা বেশী মারধর করা বিষয়টিকে বিশেষ বিবেচনায় আনা উচিত।

(৮) যত বড় অপরাধের জন্যই অভিযুক্ত হোকনা কেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থন ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। অবশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন দেয়া, না দেয়া বিচারকের এখতিয়ারে থাকাই শ্রেয়। তবে, জামিন দেবার ক্ষেত্রে বিচারককে নির্যাতিত নারী এবং তার পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

(৯) অপরাধ সংক্রান্ত সংজ্ঞা গুলো অনেক ক্ষেত্রে পরিস্কার নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে এই আইনে 'চেষ্টা' শব্দটি যথাস্থানে পরিস্কার ভাবে ব্যাখ্যা হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। পরিস্কার সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত সুপারিশ আমাদের কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিচারক এবং সরকারী উকিলগণও করেছেন। আমরা আইনের দৃষ্টিকোন থেকে অপরাধ সংক্রান্ত সংজ্ঞা সমূহ পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে পরিস্কার ভাবে উল্লেখ করার সুপারিশ করছি। অনেক বিচারক দেখেছেন যে "যৌতুক"-এর সংজ্ঞায় সমস্যা রয়েছে এবং "দিতে সম্মত" কথাটি উঠিয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছেন। সকল সংজ্ঞায় এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াদি আইন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পুনঃপরীক্ষা করার পরামর্শ রাখছি।

(১০) প্রস্তাবিত আইনে শারীরিক এবং মানসিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। মানসিক ক্ষতির পরিমাপ নিরুপন করার মাপকাঠি কি হবে? মানসিক আঘাত একটি আপেক্ষিক বিষয় যা বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে কাজ করবে। মানসিক আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়ে থাকে, সুতরাং এই ক্ষেত্রে পরিমাপ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা আঘাত সামলাতে বেশী সক্ষম তাদের ক্ষেত্রে মানসিক আঘাতের মাত্রা সম্পর্কে ভুল ধারণা হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।

(১১) ১৯৯৮ বিল এর উপর অবশ্যই জনমত যাচাই ও বিতর্কের (Public debate) সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এই দলিল জনমত যাচাই এর জন্য ব্যাপক ভাবে প্রচার করা উচিত। প্রস্তাবিত বিলের খসড়া জনসমক্ষে তুলে ধরে একটি বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র তৈরী করা যায়। সরকারী প্রচার মাধ্যমই মুক্ত আলোচনার সুত্রপাত করতে পারে।

নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন ১৯৯৫ ও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮ এর একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও নারীপক্ষ'র মন্তব্য ও সুপারিশ

{* যেখানে নারীপক্ষ'র ১৯৯৮ বিলের উপর কোন মন্তব্য নেই সেই ঘরগুলো ফাঁকা রাখা হয়েছে। ** ১৯৯৫ আইন ও ১৯৯৮ বিলের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলো *আইটালিকে* দেয়া হয়েছে।}

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ১ এই আইন *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫* নামে অভিহিত হইবে।		ধারা - ১ এই আইন *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৮* নামে অভিহিত হইবে			
সংজ্ঞা					
ধারা - ২ (ক) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ;		ধারা -২ (ক) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ;			
		ধারা -২ (খ) *"অপহরণ" অর্থ বল প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা।*			
		ধারা -২ (গ) *"আটক" অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে আটকাইয়া রাখা*			
সংজ্ঞা					
ধারা - ২ (খ) "আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত বিশেষ আদালত;		ধারা - ২ (ঘ) "বিশেষ ট্রাইবুনাল" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইবুনাল।			

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ২ (গ) "ধর্ষণ" শব্দটি, Penal Code (Act XLV of 1860) এর section ৩৭৫ এ উল্লিখিত "rape" শব্দটি এর ন্যায় একই অর্থবহন করিবেঃ *তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত Section ৩৭৫ এর পঞ্চম উপ-অনুচ্ছেদে উল্লিখিত "thirteen" শব্দটির পরিবর্তে, উভয়ক্ষেত্রে "sixteen" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে গন্য করিতে হইবে;*		ধারা - ২ (ঙ) "ধর্ষণ" অর্থ ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, Penal Code, ১৮৬০ (Act XLV of 1860) এর Section 375 এ উল্লেখিত "Rape".[১]		১৯৯৫ সনের আইনে উল্লেখিত বিষয়গুলো ১৯৯৮ বিলে বাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সুপারিশ সেকসন ২ এর 'গ' ধারার ২য় অংশ ১৯৯৮ সনের বিলে সংযুক্ত করা।[১(ক)] ধারা - ৩৭৫ এর "ব্যতিক্রম" ধারার ৫ম উপ-ধারায় উল্লেখিত "চৌদ্দ" এবং "তের" এর স্থলে "ষোল" উল্লেখ করে এই আইন পেশ করা হোক।	
ধারা - ২ (ঘ) "নারী" অর্থে যে কোন বয়সের নারীকে বুঝাইবে;		ধারা - ২ (চ) "নারী" অর্থ যে কোন বয়সের নারী;			
ধারা - ২ (ঙ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act V of 1898);		ধারা - ২ (ছ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, ১৮৯৮ (Act V of 1898);			
		ধারা -২ (জ) "বিচারক" অর্থ বিশেষ ট্রাইবুনালের বিচারক			

[১] দন্ডবিধি আইনের ৩৭৫ ধারা অনুযায়ী ধর্ষণ এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ
যে ব্যক্তি, অতপরঃ ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রে ব্যতিরেকে নিম্নোক্ত পাঁচ প্রকার বর্ণনাধীন যে কোন অবস্থায় কোন নারীর সহিত যৌনসহবাস করে, সেই ব্যক্তি "নারী ধর্ষণ" করে বলিয়া গণ্য হইবে।
প্রথমত, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয়ত, তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে। তৃতীয়ত, তাহার সম্মতিক্রমে, যেইক্ষেত্রে লোকটি জানে যে সে তাহার স্বামী নহে এবং সে (নারীটি) এই বিশ্বাসে সম্মতি দান করে যে, সে (পুরুষটি) এমন কোন লোক যাহার সহিত সে আইনানুগ বিবাহিত অথবা সে নিজেকে তাহার সহিত আইনানুগভাবে বিবাহিত বলিয়া বিশ্বাস করে। চতুর্থত, তাহার সম্মতিক্রমে, যেই ক্ষেত্রে তাহাকে মৃত্যু বা আঘাতের ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার সম্মতি আদায় করা হয়। পঞ্চমত, তাহার সম্মতিসহকারে বা ব্যতিরেকে, যেইক্ষেত্রে সে চৌদ্দ বৎসরের কম বয়স্কা হয়।
ব্যাখ্যাঃ অনুপ্রবেশই নারী ধর্ষণের অপরাধরূপে গণ্য হইবার যোগ্য যৌনসহবাস অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যথেষ্ট বিবেচিত হইবে।
ব্যতিক্রমঃ কোন পুরুষ কর্তৃক তাহার স্ত্রীর সহিত যৌনসহবাস স্ত্রীর বয়স তের বৎসরের কম না হইলে, নারী ধর্ষণ বলিয়া গণ্য হইবেনা।

[১(ক)] ১৯৯৮ বিল 'এর ৯(১) ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন লোক যদি ১৬ বছরের নীচে কোন মহিলার সাথে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বে যৌন সহবাস করে, সেটা ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হবে। সে ক্ষেত্রে যদি দন্ডবিধি আইনের বর্নিত সংজ্ঞা বহাল থাকে তাহলে দন্ডবিধি আইনের পঞ্চম উপধারায় বর্নিত মহিলার বয়স "চৌদ্দ" বৎসর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে "তের" বৎসর, এই সংজ্ঞা দুটির মধ্যে অসঙ্গতি থেকে যায়।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ২ (চ) "যৌতুক" অর্থ Dowry Prohibition Act, ১৯৮০ (XXXV of 1980) এর section ২ এ সংজ্ঞায়িত "dowry";		ধারা -২ (ঝ) "যৌতুক" অর্থ বিবাহের একপক্ষ কর্তৃক অপরপক্ষকে বা বিবাহের বর বা কনের বা কোন এক পক্ষের পিতা, মাতা, অপর অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর পক্ষকে বা অপরপক্ষের কোন ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত পক্ষগণের বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে কিংবা পরে পণ হিসাবে প্রদত্ত অথবা প্রদানে অর্থ বা সম্পত্তি ঃ তবে শর্ত থাকে যে, মুসলিম শরিয়তের বিধান মোতাবেক মোহরানা হিসাবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত কোন কিছু ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে না।		যৌতুকের সংজ্ঞা বিশেষ করে 'দিতে সম্মত' কথাটি আইন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পুনর্বিবেচনা করা উচিত। [২]
ধারা - ২ (ছ) "শিশু" অর্থ Children Act, ১৯৭৪ (XXXIX of 1974) এর section 2 (f) এ সংজ্ঞায়িত "Child";		ধারা -২ (ঞ) "শিশু" অর্থ ১৮ বৎসরের কম বয়সের কোন ব্যক্তি			
ধারা - ২ (জ) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।		ধারা - ২ (ট) "হাইকোর্ট" বিভাগ অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ।			
ধারা - ৩ আইনে প্রাধান্যঃ- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের যাহা কিছুই থাকুকনা কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।		ধারা - ৩ আইনে প্রাধান্যঃ- আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনের যাহা কিছুই থাকুকনা কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।			

[২] নারীপক্ষ যে সকল সম্মানিত বিচারক এবং উকিলদের সাথে আলোচনায় বসে, তাঁদের মতে 'যৌতুক' এর সংজ্ঞায় সমস্যা রয়েছে। তাঁরা পরামর্শ দেন যে, "দিতে সম্মত" শব্দ দুটো যৌতুক আইন থেকে বাদ দেয়া উচিত।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ৪ যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্ষয়কারী, বিষাক্ত অথবা দাহ্য পদার্থ (Corrosive Substance) দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান	*মৃত্যুদন্ড*	ধারা - ৪ (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্ষয়কারী, বিষাক্ত অথবা দাহ্য পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন,	*মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন ১ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।*	বর্তমানে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ব্যবস্থা রয়েছে। এর পরিবর্তে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন ও অর্থদণ্ড এর মাঝামাঝি বিভিন্ন ধরনের সাজার ব্যবস্থা রাখা যা বিচারকের এখতিয়ারভূক্ত থাকবে। এই সুপারিশ অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে শাস্তি হিসাবে শুধুমাত্র মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড রয়েছে। *	

* মাননীয় বিচারকদের সাথে আলোচনাকালে জানা যায় যে কেবলমাত্র গুরুতর শাস্তির বিধান থাকলে, যেমন মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, বিচারকদের জন্য সুবিচারের পক্ষে রায় দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শীর অভাব (উদাহরন স্বরূপ ধর্ষন মামলা, যৌতুকের জন্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রী হত্যা,) সঠিক তদন্তের অভাব, যথেষ্ট সাক্ষ্য সংগ্রহের অভাব এবং বিশেষজ্ঞদের যথাযোগ্য প্রতিবেদন পেশ না করা। উক্ত কারণ ছাড়াও অদক্ষতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহীতার অভাব, সাক্ষী এবং অভিযোগকারীদেরকে ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তারা অপরাধী। অপরাধী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রায়ই যথেষ্ঠ সাক্ষ্য প্রমান থাকেনা যার ফলে তাদের কঠোর শাস্তি প্রদান সম্ভব হয় না। উপরোক্ত যে সকল কারণে মামলা দূর্বল হয়ে যায় সেগুলো সুরাহা করা প্রয়োজন। অনেক বিচারকের মতে - যদি অপেক্ষাকৃত কম সাজার ব্যবস্থা থাকে তবে সত্যিকার অপরাধের কঠিন সাজা না দিতে পারলেও একেবারে বিনা সাজায় মুক্তি দিতে হতো না। "নারী নির্যাতন রোধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ" এর উপর ১৯৯৭ এর ১৫-১৮ জুন ঢাকায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও রাজকীয় ডেনমার্ক দুতাবাসের উদ্যোগে বিশেজ্ঞদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জনাব শঙ্কর সেন, মহাপরিচালক - তদন্ত বিভাগ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ভারত, বলেন যে, দৃষ্টান্ত স্থাপনের ক্ষেত্রে "কঠোরতর সাজার" চেয়ে "নিশ্চিত সাজা " বেশী কার্যকর।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ৫ যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্ষয়কারী, বিষাক্ত বা দাহ্য পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমন ভাবে আঘাত করেন যাহার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর: (ক) চোখের জ্যোতি বা দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয় *(অ) উপরোক্ত (ক) এ বর্নিত আঘাতে এক চোখের জ্যোতি বা দৃষ্টিশক্তি চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে,* *(আ) উপরোক্ত (ক) এ বর্নিত আঘাতে উভয় চোখের জ্যোতি বা দৃষ্টিশক্তি চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে,*	*উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;* উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন *এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;*	ধারা - ৪ (২) যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্ষয়কারী, বিষাক্ত বা দাহ্য পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমনভাবে আঘাত করেন যাহার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট হয় বা শরীরের কোন অংশ, গ্রন্থী বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা উক্ত শিশু বা নারী তাহার শরীরের কোন স্থানে আঘাত পান, তা হইলে উক্ত ব্যক্তি, সংশ্লিষ্ট শিশুর বা নারীর : (ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট বা মুখমন্ডল বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে, নোট : Section 4 (2) Clause (a) of 1998 বিলে উল্লেখিত অপরাধ, ১৯৯৫ এর ধারা ৫ এর ক হইতে গ পর্যন্ত বর্নিত অপরাধের আওতায় পরে।	*(ক) মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন ১ লক্ষ টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;*		

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ-১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা-৫ (খ) মাথা বা মুখমন্ডল বিকৃত হয়	*অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডে ও দন্ডনীয় হইবেন;*				
(গ) কানের শ্রবন শক্তি নষ্ট হয়					
(ই) উপরোক্ত (খ) এ বর্নিত আঘাতে মাথা বা মুখমন্ডল চিরস্থায়ীভাবে আংশিক নষ্ট বা বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে	মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, *এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;*				
(ঈ) উপরোক্ত (খ) এ বর্নিত আঘাতে মাথা বা মুখমন্ডল চিরস্থায়ীভাবে সম্পূর্ন্ন নষ্ট বা বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে,	*অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;*				
(উ) উপরোক্ত (গ) এ বর্নিত আঘাতে এক কানের শ্রবনশক্তি চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে,	*যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন ;*				
(ঊ) উপরোক্ত (গ) এ বর্নিত আঘাতে উভয় কানের শ্রবনশক্তি চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে,					

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ৫ (ঘ) শরীরের কোন অংশ বা গ্রন্থী নষ্ট হয়, বা (ঋ) উপরোক্ত (ঘ) এ বর্নিত আঘাতে শরীরের কোন অংগ বা গ্রন্থী চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে, (ঙ) শরীরের অন্য কোন অংশ বিকৃত হয়, (এ) উপরোক্ত (ঙ) এ বর্নিত আঘাতে শরীরের কোন অংগ চিরস্থায়ীভাবে বিকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে,	*যাবজ্জীবন কারাদন্ডে* অথবা অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, *এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;* যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অথবা অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, *এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন;*	ধারা - ৪(২) শরীরের অন্য কোন অংগ, গ্রন্থী বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে	(খ) অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন *এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন ৫০ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*		

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ-১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ৫ (ঐ) উপরোক্ত (ক) হইতে (ঙ) এ বর্নিত কোন আঘাতে ক্ষেত্রমত নষ্টকরণ বা বিকৃতি চিরস্থায়ী না হওয়ার ক্ষেত্রে,	*অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*	*ধারা - ৪(৩)* *যদি কোন ব্যক্তি কোন ক্ষয়কারী, বিষাক্ত অথবা দাহ্য পদার্থ কোন শিশু বা নারীর উপর নিক্ষেপ ~~সাহায্য~~ করেন বা করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, তাহার উক্তরূপ কার্যের দরুন সংশ্লিষ্ট শিশু বা নারীর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও,*	*অনধিক ৭ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন ৫০ হাজার টাকার অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*	১৯৯৮ এর প্রস্তাবিত বিলে এই ধারায় এসিড নিক্ষেপকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করার চেষ্টা হয়েছে, যা এসিড নিক্ষেপের ফলে ক্ষতির পরিমাণের উপর নির্ভর করে শাস্তির বিধান করা হয় নাই।	যেখানে সর্বাধিক ৭ বৎসরের সাজার বিধান রয়েছে (যা ১৯৯৫ আইনে সাময়িক শারীরিক বিকৃতির জন্য রাখা হয়েছে) সেক্ষেত্রে সর্বাধিক ১৪ বৎসরের সাজা রাখা যেতে পারে। কমপক্ষে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধানটি থাকা উচিত। সাজার এই সময় সীমা ধারা - ৪(২) উল্লেখিত সাময়িক বিকৃতি এবং এসিড নিক্ষেপের বিষয়টিও এই আইনের আওতার মধ্যে চলে আসবে।
		ধারা - ৪(৪) *এই ধারার অধীন অর্থদন্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দন্ডিত ব্যক্তি বা তাহার সম্পদ বা সম্পত্তি, হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুন যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা, ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে প্রদান করা হইবে।*		মানসিক আঘাত নিরুপণের জন্য নির্দেশনা/সূচক কি থাকবে*	

* মানসিক আঘাত বিষয়টি জটিল। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন আচরন দেখা যায়। সাধারণভাবে ধারনা করা হয় যে মানসিক আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির আচরন এক রকম হবে। এই ক্ষেত্রে ভূল অনুমান করার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন নির্যাতিত নারী তার মানসিক ক্ষতকে অতিক্রম করার জন্য ভিন্ন আচরন করে থাকে যা বিচারকের দৃষ্টিতে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আচরণ বলে মনে হয় না। এর ফলে ঐ ব্যক্তির প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হতে পারে এবং তার সুবিচার না পাওয়ার আশংকা থেকে যায়।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা ৮ (১) কোন ব্যক্তি যদি বেশ্যাবৃত্তি বা অবৈধ সহবাস বা বে-আইনী ও নীতিবিগর্হিত কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্য কোন নারী আমদানী রপ্তানী, ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করেন,	যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইতে পারেন।	ধারা - ৫(১) নারী পাচার ঃ (১) যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা অবৈধ সহবাস বা বে-আইনী ও নীতিবিগর্হিত কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্যকোন ভাবে হস্তান্তর করে বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তাহার দখলে, জিম্মায় বা হেফাযতে রাখেন, তাহা হইলে এই আইনে অপরাধ বলে গণ্য হবে	*মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*		বর্তমানে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অর্থদন্ড-এর পরিবর্তে এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য একটি মধ্যবর্তী সাজার সীমা নির্ধারন করা উচিত যা বিচারকের এখতিয়ারে থাকবে। বর্তমানে যেখানে একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে সেখানে ঃ ন্যূনতম শাস্তি থেকে সর্বাধিক শাস্তি মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদন্ড এর মাঝামাঝি বিধান থাকা উচিত। এই মন্তব্য, যে সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যাবজ্জীবন অথবা মৃত্যুদণ্ড প্রদান এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে,সেই সকল অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ৮(১) ব্যাখ্যা - ১ ঃ যদি কোন নারীকে কোন বেশ্যার নিকট বা বেশ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রি, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিয়াছেন তিনি, ভিন্নরূপ প্রমানিত না হইলে, উক্ত নারীকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রি বা হস্তান্তর বরিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।		ধারা - ৫(২) যদি কোন নারীকে কোন পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের রক্ষনাবেক্ষনকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপভাবে হস্তান্তর করিয়াছেন তিনি ভিন্নিরূপ প্রমানিত না হইলে উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং	*মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অতিরিক্ত অর্থ দন্ড।*	সকল প্রকার অপরাধের জন্য সাজার সীমা নির্দ্ধারণ বিচারকের এখতিয়ারে থাকা উচিত। যেখানে বর্তমানে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে, সেখানে ন্যূনতম শাস্তি থেকে সর্বাধিক শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন এর মাঝামাঝি কোন শাস্তির বিধান থাকা উচিত এবং অর্থদণ্ডের বিধানও থাকতে পারে। এই পরামর্শ সকল প্রকার অপরাধের জন্যও প্রযোজ্য।	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ -১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ৮(১) ব্যাখ্যা ২ঃ যদি কোন বেশ্যা বা বেশ্যালয় রক্ষনাবেক্ষনকারী বা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নারী ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোন ভাবে নারীর দখল পান তাহা হইলে তিনি, ভিন্নরূপ প্রমানিত না হইলে, উক্ত নারীকে বেশ্যা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করিয়াছেন বা দখলে বা জিম্মায় রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।	উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইতে পারেন।	ধারা - ৫(৩) যদি কোন পতিতালয়ের রক্ষনাবেক্ষন কারী বা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোনভাবে দখল নেন বা জিম্মায় রাখেন তাহা হইলে তিনি, ভিন্নরূপ প্রমানিত না হইলে উক্ত নারীকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করিয়াছেন বা দখলে বা জিম্মায় রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং	*যাবজ্জীবন কারাদন্ড তৎসহ ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অতিরিক্ত অর্থ দন্ড ?*		
ধারা - ৮(২) যদি কোন নারীকে তাহার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে,	*উক্ত ব্যক্তি ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইতে পারেন।*				
শিশু পাচার					
ধারা - ১২ যদি কোন ব্যক্তি বে-আইনীভাবে শিশু আমদানী, রফতানী বা বিক্রয় করেন, বা যদি আমদানী, রপ্তানি বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে কোন ব্যক্তি নিজ হেফাহতে রাখেন বা উক্ত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে কোন ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায়, তাহা হইলে	উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	ধারা - ৬ শিশু পাচারের শাস্তি ঃ- যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫ এ উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন বে-আইনী উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হইতে অনয়ন করেন বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে,	উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন *এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*		সকল প্রকার অপরাধের জন্য সাজার সময়সীমা নির্দ্ধারণ বিচারকের এখতিয়ারে থাকা উচিত। যেখানে বর্তমানে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে, সেখানে ন্যূনতম শাস্তি থেকে সর্বাধিক শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদণ্ডের বিধান করা উচিৎ।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ- ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
অপহরণ ও অপবাহন					
ধারা - ৯ *বে-আইনী বা নীতিবিগর্হিত, ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অপহরণের* শাস্তিঃ-* *যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে -* *(ক) বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য কোন বে-আইনী বা নীতিবিগর্হিত কাজে নিয়োজিত বা ব্যবহার করার,* *(খ) তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ করিতে বাধ্য করার, বা* *(গ) বল প্রয়োগ করিয়া বা ফুসলাইয়া যৌন সংগম করিতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে অপহরণ করেন, তাহা হইলে*	*যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড, যাহা ৭ বৎসরের কম হইবে না, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*	ধারা - ৭ *যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীকে অপহরণ করেন,*	*যাবজ্জীবন কিন্তু অন্যূন ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন?*	"শিশু" শব্দটি সংজ্ঞার মধ্যে যুক্ত করতে হবে। অপহরনের প্রচেষ্টা আইনের আওতায় আনতে হবে, সংজ্ঞা এবং শাস্তির বিধানসহ। আদালতের সম্মতিক্রমে অপহরন বা অপবাহনের মত অপরাধের আপোস নিষ্পত্তির সুযোগ রাখা। [৫]	

* কোন ব্যক্তিকে প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অথবা প্রলুব্ধ করে বলপূর্বক অন্য কোথাও তুলে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো অপহরণ বা অপবাহন।

[৫] এই ধারায় রুজুকৃত কোন কোন মামলায় দেখা গেছে যে, স্বেচ্ছায় ছেলে-মেয়ে পালিয়ে গেছে। আমাদের সুপারিশ, আদালতের সম্মতিক্রমে, এধরণের অপরাধের সাজা বা মীমাংসার ব্যবস্থা করা এবং মামলা নিষ্পত্তি করা। এই বিধানটি থাকলে, ভয়-ভীতির মাধ্যমে আদালতের বাইরে আপোষ নিষ্পত্তির ঘটনা কমে যাবে। সত্যিকার অপহরণ, ধর্ষণ এবং বাধ্যতামূলক বিবাহের অনেক ঘটনাও আছে যা বিবাদীপক্ষ পরে 'একত্রে পালিয়ে গেছে' বলে দাবী করে থাকে। সুতরাং, এধরণের ঘটনাগুলোকে বিবেচনায় আনতে হবে। এ ক্ষেত্রে আদালত নির্দ্ধারণ করতে পারে কোন মামলাগুলো নিষ্পত্তি যোগ্য।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ১৩ যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপন আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক* রাখেন,	*মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড।*	ধারা - ৮ যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপন আদায়ের উদ্দেশ্যে *কোন নারী* বা শিশুকে আটক রাখেন,	*মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড।*	নারী কথাটির সংজ্ঞা যুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো	সকল প্রকার অপরাধের জন্য সাজার সময়সীমা বিচারকের এখতিয়ারে থাকা উচিত। যেখানে বর্তমানে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে, সেখানে ন্যূনতম শাস্তি থেকে সর্বাধিক শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদণ্ডের বিধান করা উচিত।
ধর্ষন					
ধারা - ৬(১) ধর্ষণের শাস্তি ঃ - (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন শিশুকে অথবা নারীকে ধর্ষণ করেন,	*মৃত্যুদন্ড* বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড দন্ড।	ধারা - ৯(১) যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে ধর্ষণ করেন,* তাহা হইলে ব্যাখ্যাঃ- যদি কোন পুরুষ ১৬ বৎসরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার অসম্মতিতে অথবা অনধিক ১৬ বৎসর বয়সের কোন নারীর সংগে তাহার সম্মতি বা অসম্মতিতে যৌন কার্য করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।	*যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড।*	যৌন নির্যাতন এবং যৌন উৎপীড়ন এর যথাযথ সংজ্ঞা ও শাস্তির বিধান এই আইনে যুক্ত করতে হবে। যেহেতু এই অপরাধে "শিশু" কথাটির উল্লেখ রয়েছে সেহেতু ছেলে শিশুর উপর ধর্ষণের বিষয়টিও এখানে যুক্ত করা উচিত।	সকল প্রকার অপরাধের জন্য সাজার সময়সীমা বিচারকের এখতিয়ারে থাকা উচিত। যেখানে বর্তমানে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে, সেখানে ন্যূনতম (সম্ভবত ৭-১০ বৎসর) থেকে সর্বাধিক শাস্তি যাবজ্জীবন এবং অর্থদণ্ড।

* 'আটক' অর্থ কোনও ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ করা।

* দন্ডবিধি আইনে ধর্ষণের যে সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে তাতে নারীর যোনিপথে পুরুষাঙ্গ প্রবেশের বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। 'অনুপ্রবেশ' বিষয়টির আওতায় যে কোন বস্তু যোনিপথে জোরপূর্বক প্রবেশ করানো বা মুখ দিয়ে বা গুহ্যদ্বারে যৌন কর্ম করতে বাধ্য করার বিষয়টিও ধর্ষণ অপরাধের আওতায় পড়ে। ধর্ষণের এই বর্ধিত সংজ্ঞা এ সংক্রান্ত অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ দ্বারা পুরুষের ওপর ধর্ষণ বিষয়টিও বিবেচনায় আনতে হবে এবং অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ-১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ৬(২) যদি কোন ব্যক্তি ধর্ষণ করিয়া কোন শিশু অথবা নারীর মৃত্যু ঘটান বা ধর্ষণ করার পর কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান,	*মৃত্যুদন্ড*	ধারা - ৯(২) যদি কোন ব্যক্তির ধর্ষণের ফলে কোন নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে	*উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*		
ধারা - ৬(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন শিশুকে বা নারীকে ধর্ষণ করেন, ধারা - ৬(৪) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করিয়া কোন শিশু অথবা নারীর মৃত্যু ঘটান বা ধর্ষণ করার পর কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটে,	ঐ সকল ব্যক্তি মৃত্যু দন্ড বা যাবজ্জীবন কারা দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। *তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তি মৃত্যু দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।*	ধারা - ৯(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারীকে বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন তাহা হইলে	ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন *এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন ১ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*		
ধারা - ৭ ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টার শাস্তি ঃ- যদি কোন ব্যক্তি ধর্ষণ করিয়া কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটাইতে বা আহত করিতে চেষ্টা করেন,	*উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড* বা যাবজ্জীবন করাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	ধারা - ৯(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে- (ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি	যাবজ্জীবন কারাদন্ডে *ও ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন ;*		

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
		ধারা - ৯(৪) *(খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন,তাহা হইলে*	*উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৫ বৎসর পর্যন্ত করাদন্ডে ও ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*		
		ধারা - ৯(৫) *যদি কোন পুলিশসহ অন্য কোন কর্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকা কালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হন তাহা হইলে যে কর্তৃপক্ষের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ সংঘটিত হইয়াছে, সেই কর্তৃপক্ষের যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য দায়ী ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে ভিন্নরূপ প্রমানিত না হইলে*	*হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য অনধিক ১৫ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যূন ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*	পুলিশের হেফাজতে বা কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির হেফাজতে থাকাকালে কোন ব্যক্তির উপর যৌন নির্যাতন বা যৌন উৎপীড়ন জাতীয় অপরাধের যথাযথ সংজ্ঞা ও শাস্তির বিধান এই আইনে সংযুক্ত করা উচিত।	দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিকে সাথে সাথে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করতে হবে। উক্ত কাজের দায়িত্বটি কোন স্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার উপর ন্যস্ত তা স্পষ্ট নয়। এই বিষয়টি সম্ভবতঃ ধারা - ৯(১) উল্লেখিত ধর্ষনকারী অথবা ধর্ষনকারীগণকে প্রদত্ত শাস্তির আওতায় চলে এসেছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
		ধারা ৯(৬) ধর্ষণের ফলে যদি কোন শিশুর জন্ম হয়	*ধর্ষণের ফলে কোন সন্তান জন্ম নিলে উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের খরচ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত হারে এবং পদ্ধতিতে, ধর্ষণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উক্ত সন্তানের আইন সম্মত অভিভাবককে প্রদান করিবেন এবং এই রূপ খরচ ছেলে সন্তানের ক্ষেত্রে, ২১ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে, তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।* [*]	গর্ভের সন্তান রাখা না রাখার সিদ্ধান্ত ধর্ষিত মেয়ের ওপর থাকবে তবে ধর্ষণের ফলে জন্ম গ্রহণ করা শিশুর ভরণপোষণের বিষয়টি আরও বিশদ এবং সুচিন্তিত পর্যালোচনা না হওয়া পর্যন্ত আপাতত মূলতবী রাখা যেতে পারে।	

[*] ধর্ষণের ফলে সন্তান জন্ম নিলে, ধর্ষণকারী বা ধর্ষণকারীগণের কাছ থেকে তার ভরণপোষণ আনা হলে অপরাধীর পিতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? শিশুর অভিভাবকত্ব এবং পিতৃ অধিকার নিয়ে যেমন জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি সন্তানটির উত্তরাধিকারত্ব নিয়ে সমস্যা হ'তে পারে। বিষয়টি সমস্যাপূর্ণ, কারণ গর্ভের সন্তানটিকে রাখা না রাখার সিদ্ধান্ত অথবা শিশুটিকে নিজ মতে প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে নারীর অধিকার খর্ব হতে পারে। তাছাড়া পিতৃত্ব প্রমাণ করা, মিথ্যা দোষারোপ, বাধ্যতামূলক বিবাহ অথবা আক্রমণকারী দ্বারা জীবনভোর হয়রাণী ইত্যাদি জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিশুটি ধর্ষনের ফলাফল হিসেবে সমাজে অস্পৃশ্য এবং অবৈধ বলে বিবেচিত হতে পারে। অন্যদিকে ধর্ষনকারী/ধর্ষনকারীগন তাদের কর্মের ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যার জন্য দায়ী। এই আইনের সংশোধন করার অনেক উপকারিতা এবং অপকারিতা রয়েছে। এই জটিল বিষয়টি নিয়ে আইন তৈরীর পূর্বে গভীর আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। ধর্ষণের ফলে জন্মগ্রহনকারী শিশুটির বৈধতা অবৈধতাকে কেন্দ্র করে সমাজ ও আইনের দৃষ্টিতে সকল শিশুর সমান অধিকার বা মর্যাদা ও বৈধতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন নিয়ে আলোচনার সুযোগ রয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
ধারা - ১০.১ যদি কোন নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান, ১০. (২) যৌতুকের জন্য হত্যার প্রচেষ্টা ধারা -১১ যৌতুকের জন্য মারাত্মক আঘাত করা।	তাহা হইলে উক্ত স্বামী, পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। যদি কোন নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।	ধারা - ১০ যদি কোন নারীর স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন বা উক্ত নারীকে গুরুতরভাবে আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি- (ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য	(ক) মৃত্যুদন্ডে, মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*	মারাত্মক জখম/আঘাত এর সংজ্ঞা পরিস্কার থাকা উচিত। যৌতুকের কারণে সংঘটিত সাধারণ আঘাত অপরাধ হিসাবে এই আইনের আওতায় যুক্ত করা উচিত। স্ত্রী নির্যাতন, সার্বিকভাবে চিন্তায়/মাথায় রাখতে হবে। স্বামী বা তার পরিবারের যে কোন লোক দ্বারা, যৌতুকের জন্য সংঘটিত মৃত্যু, মারাত্মক আঘাত এবং সাধারণ আঘাত অথবা যে কোন কারণেই হোক না কেন তা অপরাধ হিসাবে গণ্য করতে হবে।	বর্তমানে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অর্থদন্ড-এর পরিবর্তে এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য একটি মধ্যবর্তী সাজার সীমা নির্ধারন করা উচিত যা বিচারকের এখতিয়ারে থাকবে। বর্তমানে যেখানে একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদণ্ড। সেখানে ন্যূনতম থেকে সর্বাধিক শাস্তি মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদন্ড এর মাঝামাঝি বিধান থাকা উচিত। এই মন্তব্য যে সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যাবজ্জীবন অথবা মৃত্যুদণ্ড প্রদান এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে, সেই সকল অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।*

* যৌতুকের জন্য সংঘটিত সাধারণ আঘাতও আপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং সেই অপরাধের জন্য যথাযথ শাস্তির বিধান থাকবে। কারণ অনেক মহিলা গুরুতর আঘাত ও মৃত্যুর ঝুঁকির মধ্যে অবস্থান করছেন। অনেক সময় দৃশ্যমাণ আঘাতকেও সাধারণ আঘাত বলে মনে হয়, কিন্তু কঠিন পদক্ষেপ তখনই নেয়া হয় যখন গুরুতর আঘাত বা মৃত্যু ঘটে। যদিও এই ধরণের আক্রমনের সম্ভবনা আরো আগে থেকেই বিদ্যমান থাকে।

* যৌতুক ছাড়াও নারীর উপর নির্যাতন হয়ে আসছে, আইনের আওতায় বিষয়টিকে আনতে হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ-১৯৯৮ বিল	
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি
		(খ) গুরুতর আহত করার জন্য বা আহত করার চেষ্টা করার জন্য	যাবজ্জীবন কারাদন্ডে অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৫ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।		
		ধারা - ১১ *যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা বা চক্ষু বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলাংগ করেন,*	*উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।*		বর্তমানে মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অর্থদন্ড-এর পরিবর্তে এবং অন্যান্য অপরাধের জন্য একটি মধ্যবর্তী সাজার সীমা নির্ধারন করা উচিত যা বিচারকের এখতিয়ারে থাকবে। বর্তমানে যেখানে একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। সেখানে ঃ ন্যূনতম শাস্তি থেকে সর্বাধিক শাস্তি মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদন্ড এর মাঝামাঝি বিধান থাকা উচিত। এই মন্তব্য যে সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যাবজ্জীবন অথবা মৃত্যুদণ্ড প্রদান এবং অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে,সেই সকল অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	
		ধারা - ১২ *যদি কোন ব্যক্তিকোন ক্ষয়কারী, বিষাক্ত বা দাহ্য পদার্থ অন্য কোন ব্যক্তিকে সরবরাহ করেন তাহা হইলে*	*উক্ত সরবরাহকারী ব্যক্তি, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লেখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।*	অপরাধ বা অপরাধের প্রচেষ্টা হোক বা না হোক, বেআইনী বস্তু সম্পদ কারুর কাছে রাখা অথবা সরবরাহ করা অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে।
		ধারা - ১৩ *যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ, অলংকার, অন্য যে কোন বস্তু ছিনাইয়া বা কাড়িয়া লইয়া যান বা লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন*	*অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।*	এই ধারাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।
		ধারা - ১৪(১) *(ক) কোন সরকারী, সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তিতে বা স্থাপনাতে আগুন লাগান বা অন্য কোনভাবে বিনষ্ট করেন বা ভাংচুর করেন অথবা বিনষ্ট বা ভাংচুর করেন*	*তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।*	এই ধারাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।
		ধারা - ১৪(১) *(খ) অন্য কোন ব্যক্তির বসতবাড়ী, দোকানপাট, যানবাহন বা অন্য কোন সম্পত্তিতে আগুন লাগান বা আগুনে পুড়াইয়া বা ইহার কোনভাবে বিনষ্ট করেন বা ভাংচুর করেন অথবা বিনষ্ট বা ভাংচুর করার চেষ্টা করেন*	*তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনুধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।*	এই ধারাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫		নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮		নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
অপরাধ	শাস্তি	অপরাধ	শাস্তি	
		ধারা - ১৪ (২) *যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন সম্পত্তি বা স্থাপনাতে ভয়ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশৃংখলা সৃষ্টি করেন বা করিতে চেষ্টা করেন, উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭*	*উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৭ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।*	
		ধারা - ১৫ *যদি কোন ব্যক্তি ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ করিয়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চাঁদা, সাহায্য বা অন্য কোন নামে অর্থ বা মালামাল আদায় বা অর্জন করেন বা আদায় বা অর্জনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে*	*উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।*	এই ধারাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।
		ধারা - ১৬ *যদি কোন ব্যক্তি অন্যায়ভাবে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ করিয়া কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দরপত্র আহবান, বিলি বন্টন বা তৎসংক্রান্ত কোন কাজে হস্তক্ষেপ ও চাপ প্রয়োগ বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন বা করার চেষ্ট করেন, তাহা হইলে*	*উক্ত ব্যক্তি অনধিক ১৪ বৎসর কিন্তু অন্যূন ৭ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।*	এই ধারাটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
	ধারা - ১৭ *এই আইনের ধারা ৪ হইতে ১৬ পর্যন্ত ধারাসমূহে উল্লিখিত অপরাধের জন্য ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে প্রয়োজন বোধে ট্রাইব্যুনাল অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতি পুরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তি বা তাহার অধিকারী হইবেন, সেই সম্পদ বা সম্পত্তি হইতে আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে যে সম্পদ বা সম্পত্তির তিনি মালিক বা অধিকারী হইবেন, সেই সম্পদ বা সম্পত্তি হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং এইরূপক্ষেত্রে উক্ত সম্পদ বা সম্পত্তির উপর উক্ত অর্থদণ্ডের বা ক্ষতিপূরণের দাবী প্রাধান্য পাইবে।*	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
	ধারা - ১৮ *এই আইনের অধীন কোন অর্থদণ্ডের শাস্তি প্রদান করা হইলে, ট্রাইব্যুনাল সংশিষ্ট জেলার কালেক্টরকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে, ট্রাইবুনাল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপরাধীর স্থাপর ও অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ছাড়াই নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়পত্র অর্থ ট্রাইব্যুনালে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অর্থ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।*	জরিমানার টাকা কার্যকর ভাবে আদায় এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি তৈরী করতে হবে। নির্যাতিত এবং তার পরিবার কি সবটুকু পাবে? যদি অপরাধীর কাছ থেকে তা আদায় না হয় তাহলে কি হবে? বিষয়টি জটিল এবং এর বিষদ ব্যাখ্যা, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং পদ্ধতিগত নির্দেশনার প্রয়োজন আছে।
ধারা - ১৮(১) এই আইনে অধীনে অপরাধের তদন্ত কাজ আপরাধটির সংঘটনের রিপোর্ট প্রাপ্তি অথবা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ তদন্তে আদেশ প্রদানের ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিয়া আদালতকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করা সমীচীন, তাহা হইলে আদালত তদন্তের নির্ধারিত সময়সীমা ৩০ দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।	ধারা - ১৯(১) এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত, অপরাধটি সংঘটনের রিপোর্ট প্রাপ্তির ষাট দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি, বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিয়া, ট্রাইব্যুনালকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে,ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করা সমীচীন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তদন্তের সময় আরও ত্রিশ দিন পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবে।	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
ধারা - ১৮(২) *যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এই নির্ধারিত ও বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্তের পর আদালত, কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বা অন্য কোন কারণে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে কোন অপরাধের উপর আরও তদন্ত হওয়া সমীচীন ও প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আদালত, অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন ও অন্যান্য বিষয়ে তৎকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ সাপেক্ষে অতিরিক্ত সময়ের জন্য তদন্তে নির্দেশ দিতে পারিবে।*	ধারা - ১৯(২) *যে ক্ষেত্রে উপধারা (১) এ নির্ধারিত ও বর্ধিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্ত সমাপ্ত না হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা মামলার বিচার চলাকালীন যে কোন সময়, ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা ন্যায় বিচারের স্বার্থে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অপরাধের উপর আরও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সম্পন্ন করার সময়সীমা আরও অতিরিক্ত ত্রিশ দিন বৃদ্ধি করিয়া দিতে পারিবে।*	
	ধারা ১৯(৩) *উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে তদন্ত কার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে ট্রাইব্যুনাল তদন্তকারী কর্মকর্তার ব্যর্থতা বিষয়টিকে অদক্ষতা হিসাবে সাব্যস্ত করিয়া উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত রিপোর্ট করিবে।*	
	ধারা - ১৯(৪) *তদন্ত সমাপনান্তে পুলিশ কর্তৃক চার্জশীট দাখিলের পর যদি ট্রাইব্যুনাল মামলার ডাইরী পর্যালোচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, চার্জশীটভুক্ত কোন ব্যক্তিকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সাক্ষী করা শ্রেয় হইবে সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।*	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
	ধারা - ১৯(৫) *যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তাকোন ব্যক্তিকে অপরাধের ধারা হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যা তদন্তকার্যে গাফলতির মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত সংগ্রহ বা বিবেচনা না করিয়া বা উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করিয়া বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিয়া চার্জশীট দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্তে উক্তরূপ কোন কার্য বা অবহেলা প্রতীয়মান হইলে তাহার বিরূদ্ধে প্রচলিত আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিবার জন্য অথবা উক্ত কার্য বা অবহেলাকে অদক্ষতা বা ক্ষেত্রমত, অসদাচরন হিসাবে সাব্যস্ত করিয়া উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত ট্রাইব্যুনাল রিপোর্ট করিতে পারিবে।*	অন্যান্য তদন্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নেওয়ার এখতিয়ার আদালতের থাকা উচিত। পুলিশের বিভিন্ন শাখা বা পুলিশ নয় যেমন ম্যাজিস্ট্রেট -এর অধীনে তদন্ত হতে পারে। বিভাগীয় পদক্ষেপ অথবা অপরাধ মামলার দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান রুজুকৃত মামলা, শুধুমাত্র তদন্তকারী পুলিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকেই তদন্তের সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন।
ধারা-১৮ (৩) উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত তদন্তের সময়সীমা পর্যন্ত আসামীদের জামিন মঞ্জুর করা যাইবে না।	ধারা - ২০(১) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত তদন্তের সময়সীমার মধ্যে কোন আসামীর জামিন মঞ্জুর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় ধারা ৭,৮,৯ এবং ১০ এর অধীনকৃত অপরাধের সহিত সরাসরি জড়িত নহেন এমন কোন আসামীকে ট্রাইব্যুনাল জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে।	অপরাধ যাই হোক অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতে হবে। অবশ্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন দেয়া না দেয়া বিচারকের এখতিয়ারে থাকাই ভাল। তবে, বিচারককে নির্যাতিত ব্যক্তি এবং তার পরিবারের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে
	ধারা - ২০(২) *যেক্ষেত্রে ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ট্রাইব্যুনাল অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেয়, সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন যে কোন অপরাধের আসামীকে, যদি তিনি নারী, শিশু, গুরুতর অসুস্থ বা ষাট বৎসর বয়সের অধিক বয়সের বৃদ্ধ বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ হন, জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে।*	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
ধারা - ২৬ (২)		
	ধারা - ২১(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার, কোন শিশুর ক্ষেত্রে Children Act, ১৯৭৪ (XXXIX of 1974) এর বিধান সাপেক্ষে, ধারা ১৭ এর অধীনে বর্নিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।	
	ধারা - ২১(২) *ট্রাইব্যুনালে মামলার শুনানী শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন একটানা চলিবে।* *তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিচারকার্য মূলতবী করা প্রয়োজন, তাহা হইলে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, বিচারকার্য, প্রতিবারে অনধিক পনেরটি কার্যদিবসের জন্য, মূলতবী করিতে পারিবে।*	
ধারা -২০(২) *বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৯০টি কার্যদিবসের মধ্যে আদালত বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।* ধারা- ২০(৩) *যদি কোন কারণবশতঃ আদালত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নির্দিষ্ট সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর ৩০টি অতিরিক্ত কার্যদিবসের মধ্যে মামলাটির বিচার কার্য সম্পন্ন করিবে।*	ধারা - ২১(৩) *বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে একশত বিশ কার্যদিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে ঃ* *তবে শর্ত থাকে যদি, এই সময়সীমার মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্য সমাপ্ত না হওয়ার কারন লিপিবদ্ধ করিয়া উল্লিখিত একশত বিশ দিনের পরবর্তী, বর্ধিত বলিয়া গণ্য অধিকতর ষাট কার্যদিবসের মধ্যে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবে।*	তদন্ত এবং বিচারকার্য পরিচালনার জন্য যদিও অনেক সময়ের প্রয়োজন, তবুও, তদন্তে বিলম্ব হওয়ার কারণগুলো খতিয়ে দেখতে হবে এবং এর ত্রুটিগুলো সংশোধন করতে হবে। [১০]

[১০] সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার অভাব, সামর্থ এবং কার্যকরভাবে কর্তব্য পালন না করা, প্রতিশ্রুতির অভাব, অদক্ষতা, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং অন্যান্য বিভাগের সাথে সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের অভাব, বিধিব্যবস্থার সকল স্তরে দূর্নীতি, যারা ন্যায় বিচারের বিপক্ষে এমন সব ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের দ্বারা ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আইনের অপব্যবহার এবং অপপ্রয়োগ, অধিকসংখ্যক মামলার চাপ, অফিসে ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাব, সীমিত কর্মসময় (ছুটি, দৈনিক কর্ম ঘন্টা) প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প সংখ্যক বিচারক এবং সরকারী আইনজীবি ইত্যাদি কারণে বিচার এবং তদন্তে বিলম্ব হয়। শুধু দীর্ঘ সময় দিলেই এইসব সমস্যার সমাধান হবেনা। এ'ব্যাপারে সমাধান পেতে হ'লে উল্লেখিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য উদ্যোগ প্রয়োজন।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ- ১৯৯৮ বিল
ধারা-১৮(৪) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ নির্ধারিত বর্ধিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তদন্ত সম্পন্ন না হয়, সেই ক্ষেত্রে আদালত আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে এবং জামিন মঞ্জুর না করা হইলে সেই জন্য কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।	ধারা - ২১(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত এবং বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে, ট্রাইব্যুনাল মামলার বিচার স্থগিত করিয়া আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে এবং *মামলার বিচার স্থগিত হওয়ার কারণ সম্পর্কে, আসামীকে জামিনে মুক্তি দেয়ার তরিখ হইতে অনধিক পনের দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে একটি প্রতিবেদন প্রেরন করিবে।*	
	ধারা - ২১(৫) *উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত কোন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর হাইকোর্ট বিভাগ ন্যায়-বিচারের স্বার্থে মামলার বিচার পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং সেইক্ষেত্রে মামলার বিচার শুরু হইবার পরবর্তী একশত বিশ কার্যদিবসের মধ্যে উহার বিচারকার্য সমাপ্ত করা না গেলে ট্রাইব্যুনাল মামলাটির বিচার বন্ধ করিয়া আসামীকে মুক্তির নির্দেশ দিবে এবং সেইক্ষেত্রে মামলাটি পুনরায় চালু করা যাইবেনা।*	বিচার কার্য্য চলাকালে সচরাচর বিলম্ব হয়ে থাকে কিন্তু নির্দ্ধারিত সময় পার হয়ে গেলেও মামলাটি এমনভাবে মুলতবী করা উচিত না যাতে তা একেবারে খারিজ হয়ে যায়। এই বিষয়টি বিচারকের বিবেচনায় থাকতে পারে।
ধারা-২০(৪) কোন মামলার বিচার কার্য সম্মন্ন না করিয়া যদি কোন আদালতের বিচারক বদলী হইয়া যান, তা হইলে মামলাটির বিচার কার্য তিনি যে পর্যায়ে রাখিয়া গিয়াছেন সেই পর্যায় হইতে তাহা স্থলাভিষিক্ত বিচারক বিচার করিবেন এবং তাহার পূর্ববর্তী বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে যদি বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি কোন সাক্ষীকে তলব করিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।	ধারা - ২১(৬) কোন মামলার বিচারকার্য শেষ না করিয়া যদি কোন ট্রাইব্যুনালের বিচারক বদলী হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি বিচারকার্যের যে পর্যায়ে মামলাটি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পর্যায় হইতে তাহার স্থলাভিষিক্ত বিচারক বিচার করিবেন এবং তাহার পূর্ববর্তী বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহন করার প্রয়োজন হইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহন করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষ্য গ্রহন করা হইয়াছে এমন যে কোন সাক্ষীকে তলব করিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
	ধারা - ২১(৭) *ধারা ৯ এর অধীন কোন অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে ধর্ষিতা নারীর পক্ষে কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত নারীর জবানবন্দী রুদ্ধদ্বার কক্ষে গ্রহন করিতে পারিবে।*	ধর্ষণ এবং সকল প্রকার যৌন নির্যাতন অবশ্যই 'ক্যামেরা ট্রায়াল' বা গোপনীয়তা রক্ষা করে পরিচালনা করা উচিত। বিচারের সময় নির্যাতিতের সংগে অন্য একজন নারীকে সংগে থাকতে হবে অথবা সে নির্ভর করতে পারে বা পছন্দ করে এমন সহায়তাকারী ব্যক্তিকে রাখা যেতে পারে।[»]
		মামলার বাদী বা বিবাদীর অতীতের যৌন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ দেয়া উচিৎ নয়। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির অতীতে যৌন নির্যাতন বা যৌন অপরাধ করার কোন তথ্য বা প্রমাণ থাকলে সেই বিষয়টি মামলায় বিবেচনা করা যেতে পারে।
		অন্যান্য সংস্থা দ্বারা তদন্ত করানোর বিধান বিচার কার্যের জন্য থাকা উচিত। যা অন্য কোন শাখার পুলিশ অথবা পুলিশ নয় এমন কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা যেমন ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে।

[»] বিচারের সময় তারই আক্রমনকারী এবং অন্য কোন অপরিচিত পুরুষের কাছাকাছি অবস্থান নির্যাতিতকে মানসিক যন্ত্রনায় ফেলতে পারে। সুতরাং বিচার চলাকালে নির্যাতিতের সংগে কোন সাথী অথবা সহায়তাদানকারী ব্যক্তি, যার প্রতি তার আস্থা আছে, তার থাকার ব্যবস্থা করা উচিত ।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ-১৯৯৮বিল
ধারা-২০(৫) যদি আদালতের এই মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে,- (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতারী পরোয়ানা বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ প্রক্রিয়া এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন, বা (খ)অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সহসা গ্রেফতারের কোন সম্ভবনা নাই, তাহা হইলে আদলত অন্ততঃ একটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সময়, যাহা ৩০ দিনের বেশী হইবে না এর মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আদালত তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার করিতে পারিবে।	ধারা - ২২(১) যদি ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, (ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ - এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন,এবং (খ) তাহার আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অন্ততঃ দুইটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সময়, যাহা ত্রিশ দিনের বেশী হইবে না, এর মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার করিতে পারিবে।	
ধারা-২০(৬) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে হাজির হইবার পর বা তাহাকে আদালতে হাজির করার পর বা তাহাকে আদালত কতৃক জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর পলাকত হন বা আদালতে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উপ-ধারা(৫) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না, এবং সেই ক্ষেত্রে আদালত, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার করিতে পারিবে।	ধারা - ২২(২) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর পলাতক হন, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না এবং সেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল,কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ -১৯৯৮ বিল
ধারা- ২১.১ কোন ক্ষেত্রে আইনের অধীন কোন সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্যকোন ব্যক্তি যদি মনে করেন যে, ঘঁনা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল কোন ব্যক্তির জবান বন্দী অপরাধের ত্বরিত বিচারের স্বার্থে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপি বদ্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রদত্ত কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে উক্ত ব্যাক্তি জবান বন্দী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।	ধারা - ২৩(১) এই আইনের অধীনে সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা অকুস্থলে কোন আসামীকে ধৃত করার সময় কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল বা ঘটনাটি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তির জবানবন্দি অপরাধের ত্বরিত বিচারের স্বার্থে কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লিখিতভাবে বা অন্যকোন ভাবে অনুরোধ করতে পারিবেন।	
২১. (২) উপধারা (১) এর অধীন কোন অনুরোধ প্রাপ্ত হইবার পর চীফ মেট্রোপলিটেন ম্যাজিষ্ট্রেট, বা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবিলম্বে একজন মেট্রোপলিটেন ম্যাজিষ্ট্রেট বা ক্ষেত্রমত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করার নির্দেশ দিবেন।	২৩. (২) উপধারা (১) এর অধীনে অনুরোধ প্রাপ্ত হইবার পর চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট, বা জেলা যথাসম্ভব ম্যাজিষ্ট্রেট অবিলম্বে একজন মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করার নির্দেশ দিবেন।	
ধারা - ২১(৩) উপধারা (২) এর অধীন নির্দেশপ্রাপ্ত কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা উপধারা (১) এ উল্লেখিত সরকার কর্তক ক্ষমতা প্রদত্ত ম্যাজিষ্ট্রেট অবিলম্বে ঘটনা স্থলে বা অন্য কোন যথাযথ স্থানে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দী গ্রহণ করিবেন এবং উক্তরূপে গ্রহীত জবান বন্দী তদন্ত রিপোর্টের সহিত সামিল করিবার জন্য অপরাধ তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা বা ব্যক্তির নিকট সরাসরি প্রেরণ করিবেন।	ধারা - ২৩(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্দেশপ্রাপ্ত কোন ম্যাজিষ্ট্রেট বা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ম্যাজিষ্ট্রেট ঘটনাস্থল বা অন্য কোন যথাযথ স্থানে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহন করিবেন এবং উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দি তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত সামিল করিয়া ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবার নিমিত্ত অপরাধ তদন্তকারী কর্মকর্তার বা ব্যক্তির নিকট সরাসরি প্রেরণ করিবেন।	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ -১৯৯৮ বিল
ধারা-২১(৪) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিচার কোন আদালতে শুরু হয় এবং দেখা যায় যে উপ-ধারা (৩) এর অধীন জবান বন্দী প্রদানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তিনি সমন দেওয়া সত্বেও যদি আদালতে হাজির না হন বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া না যায় বা তাহাকে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অনুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলে আদালত তাহার উক্ত জবান বন্দি মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে।	ধারা - ২৩(৪) যদি উপধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিচার কোন ট্রাইব্যুনালে শুরু হয় এবং দেখা যায় যে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন জবানবন্দি প্রদানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলে তাহার প্রদত্ত উক্ত জবানবন্দি উক্ত ট্রাইব্যুনাল মামলার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহন করিতে পারিবে।	
ধারা-২২ রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক ইত্যাদিঃ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন রাসায়নিক পরীক্ষক, সহকারী রাসায়নিক পরিক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ, আংগুলাংক বিশারদ অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদকে ফৌজাারী কার্যবিধি অনুযায়ী কোন কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কোন বিষয়ে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া রিপোর্ট দিতে বলা হইয়া থাকিলে, তাহাকে আদালতে তলব না করিয়াই তাহার রিপোর্ট বলিয়া কথিত দলিল সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে।	ধারা - ২৪ সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন রাসায়নিক পরীক্ষক, সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ, আংগুলাংক বিশারদ অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধসংক্রান্ত কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কোন বিষয়ে পরীক্ষা বা বিশ্লেষন করিয়া প্রতিবেদন দিতে বলা হইয়া থাকিলে, যদি বিচারকালে তাহাকে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এই আইনের অধীন বিচারকালে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহন করা যাইবে।	মিথ্যা রিপোর্ট দেবার জন্য ফরেনসিক ডাক্তারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা থাকা উচিত।[২৪] অসমাপ্ত রিপোর্ট (যা সমাপ্ত করার কথা) অথবা বিলম্বে রিপোর্ট প্রদানের জন্যও শাস্তির বিধান থাকা উচিত।[২৫(৩)]
	ধারা - ২৫(১) *এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের জন্য স্বাক্ষীর সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানা যে থানায় অবস্থিত, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরন করিতে হইবে এবং উক্ত স্বাক্ষীকে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করিবার দায়িত্ব উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার থাকিবে।*	একটি প্রধান সমস্যা হলো সাক্ষীর নিরাপত্তার প্রশ্ন। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। নিরাপত্তার অভাবে এবং বিবাদী পক্ষের ভয়-ভীতির কারণে অনেকে সাক্ষী দিতে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে এবং তার আসল বক্তব্য সঠিকভাবে আদালতে বলতে পারেনা।

[২৪] অনেক সময় ফরেনসিক ডাক্তারকে অপরাধীরা ভয়-ভীতি দেখায় যার প্রভাব তার রিপোর্টে থাকে ; এ বিষয়ে পুলিশকে সচেতন থাকতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

[২৫(৩)] কর্মরত ডাক্তারের আইন এর উপর পুনর্প্রশিক্ষণ কোর্স করা উচিত যাতে তার পরীক্ষার রিপোর্ট আইনত গ্রহণযোগ্য এবং মামলায় কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
	ধারা - ২৫.(২) *উপ-বিধি (১) এর বিধান সত্ত্বেও সাক্ষীর সমনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার বা ক্ষেত্রমত পুলিশ কমিশনারকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রদান করিতে হইবে।*	
	ধারা - ২৫.(৩) *এই ধারার অধীন কোন সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃত গাফলতি করিলে ট্রাইব্যুনাল উহাকে অদক্ষতা হিসাবে সাব্যস্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহনের নিমিত্ত রিপোর্ট করিতে হইবে।*	মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী সাক্ষীকে তাৎক্ষনিকভাবে সামারি ট্রায়ালে বিচার করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।
ধারা-২০(১) ফৌজদারী কার্যবিধির (Chapter XX) এ মামলা বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য যে পদ্ধতি নির্ধারিত আছে আদালত সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মামলা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবে। ধারা-২৩(১) এই আইনের ভিন্নরূপ বিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজাারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং আদালত একটি সেশন আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।	ধারা - ২৬.(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং ট্রাইব্যুনাল একটি দায়রা আদালত বলিয়া গণ্য হইবে।	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
ধারা-২৬(১) সরকারী, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পুরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।	ধারা - ২৬(২) এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (cognizable) হইবে।	কোথাও ধর্তব্য অপরাধ সংঘটিত হ'লে মামলার বাদী বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি থাকুক বা না থাকুক সে ক্ষেত্রে মামলা চালিয়ে নেবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর থাকতে হবে। [১৩]
ধারা-২৩ (২) আদালতে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটার বলিয়া গণ্য হইবেন।	ধারা - ২৬(৩) ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন।	কোনও মামলাকে জো লো ভাবে উপস্থাপন করার জন্য একটি নিরপেক্ষ এবং ছোট সরকারী আইনজীবি দল গঠন করতে হবে[১৪]। রাষ্ট্রের পক্ষে একটি শক্তিশালী মামলা দাঁড় করার জন্য এই দলে একটি তদন্ত বিভাগ রাখা যেতে পারে।
ধারা-১৬ (১) এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করিয়া বিশেষ আদালত থাকিবে, যাহা নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে বিশেষ আদালত নামে অভিহিত হইবে।	ধারা - ২৭(১) এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করিয়া বিশেষ ট্রাইব্যুনাল থাকিবে।	
ধারা-১৬(২) প্রয়োজন হইলে সরকার অন্যান্য স্থানেও বিশেষ আদালত গঠন করিতে পারিবে এবং সেই ক্ষেত্রে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্তরূপ বিশেষ আদালতের এলাকা নির্ধারণ করিয়া দিবেন।	ধারা - ২৭(২) সরকার, প্রয়োজনে, অন্যান্য স্থানেও উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে, সেইক্ষেত্রে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্তরূপ ট্রাইব্যুনালের এলাকা নির্ধারণ করিবে।	

[১৩] যে কোন ধর্তব্য অপরাধ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়, এক্ষেত্রে জনগণের মঙ্গলের জন্য মামলা পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব সরকারেরই নিতে হবে।

[১৪] সরকারী উকিল (Public prosecutor) নিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ আইনজীবিদের নিয়োগ না দিয়ে, অযোগ্য আইনজীবিকে রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় সরকার নিয়োগ দেয়। বিচারকগণ যোগ্য আইনজীবি নিয়োগ করার যে পরামর্শ দেন তা সরকার উপেক্ষা করে। এতে প্রতীয়মান হয় যে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত অযোগ্য আইনজীবিরাই এ ক্ষেত্রে নিয়োগ পায়- অনেক বিচারক আমাদের কাছে এই অভিযোগ করেছেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
ধারা ১৬ (৩) একজন জেলা ও দায়রা জজ সমন্বয়ে বিশেষ আদালত গঠিত হইবে এবং সরকার জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হইতে বিশেষ আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিবেন।	ধারা - ২৭(৩) একজন বিচারক সমন্বয়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং সরকার জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হইতে অথবা প্রয়োজনবোধে, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হইবার জন্য যোগ্য আইনজীবীগণের মধ্য হইতে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে।	
ধারা-১৬ (৪) সরকার প্রয়োজন বোধে একজন জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে কোন বিশেষ আদালতের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।	ধারা - ২৭(৪) সরকার, প্রয়োজনবোধে, কোন জেলার দায়রা জজকেও তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত জেলার বিশেস ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে পারিবে।	
ধারা ১৭(১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নয় এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে নাঃ তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগকারী এই উপধারার অধীন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের রিপোর্ট দায়ের করার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছে, সে ক্ষেত্রে উহা সরাসরি কোন অপরাধের অভিযোগ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।	ধারা - ২৮(১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহন করিবে না। তবে শর্ত থাকে যে, যতি কোন আদালত এই মর্মে সন্তুস্ট হয় যে, অভিযোগকারী এই উপধারার অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের রিপোর্ট বা অভিযোগ গ্রহন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল সরাসরি কোন অপরাধের রিপোর্ট বা অভিযোগ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।	

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
১৭. (২) আদালতের ক্ষমতার আওতায় রুজুকৃত যে কোন অপরাধ, অথবা আদালতের ক্ষমতার মধ্যে পরে, এমন, সংঘটিত যে কোন অপরাধের অংশ, অথবা অপরাধী বা অপরাধীগণকে যদি আদালতের ক্ষমতার মধ্যে পাওয়া যায় তবে তা ধর্তব্য অপরাধ হিসাবে আদালত গ্রহণ করতে পারে।	২৮ (২) যে ট্রাইবুনালের এখতিয়ারাধীন এলাকায় কোন অপরাধ বা উহার কোন অংশ সংঘটিত হইয়াছে অথবা যেখানে অপরাধীকে বা, একাধিক অপরাধীর ক্ষেত্রে, তাহাদের যে কোন একজনকে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থান যে ট্রাইবুনালের এখতিয়ারাধীন, সেই ট্রাইবুনালে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণের জন্য রিপোর্ট বা অভিযোগ পেশ করা যাইবে এবং সেই ট্রাইবুনাল অপরাধটির বিচার করিবে।	
	ধারা - ২৮(৩) যদি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটির বিচার এই আইনের অধীন অপরাধের সহিত এই আইনের বিধান অনুসরনে একই সংগে বা একই ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।	যদি কোনও মামলা ভুল আইনের অধীনে রুজু করা হয়ে যায় (জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে) এবং যার ফলে মামলার ধরণ বদলে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে সেক্ষেত্রে সেই মামলা অন্য আদালতে পাঠাবার ক্ষমতা বিচারকের থাকা উচিত।*
ধারা - ২৪ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ, রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ, *আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।*	ধারা - ২৯ আপীল।- ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ, রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ, *আদেশ বা রায় প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।*	
ধারা - ২৫ মৃত্যুদন্ড অনুমোদন।- এ আইনের অধীনে কোন আদালাত মৃত্যুদন্ড প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট মামলার নথিপত্র অবিলম্বে ফৌজদারী 'কার্যবিধির ধারা ৩৭৪ এর বিধান অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিভাগের অনুমোদন ব্যতিত মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা যাইবে না।	ধারা - ৩০ এই আইনের অধীনে কোন ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট মামলার নথিপত্র অবিলম্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৭৪ এর বিধান অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাইবেনা।	

* নারীপক্ষ'র সাথে আলোচনায় অনেক বিচারক এবং আইনজীবির পরামর্শ হচ্ছে যে, তাদের মামলা অন্য আদালতে পাঠাবার ক্ষমতা থাকা উচিৎ (উদাহরণ স্বরূপ যদি ভুলবশতঃ কোন মামলা এই আইনের আওতায় দায়ের করা হয়, তা সংশ্লিষ্ট দণ্ডবিধির আওতায় পাঠানো) অনেক ক্ষেত্রে পুনরায় মামলা রুজু করতে হয়। সে ক্ষেত্রে বিচার বিলম্ব হয় এবং বিচার প্রার্থী এবং তার পরিবারের শারীরিক মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু রাষ্ট্রের খরচ এবং কাজও বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়ে যেখানে প্রয়োজন বিচারকের মামলা অন্য আদালতে পাঠাবার ক্ষমতা থাকা উচিৎ।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ -১৯৯৮ বিল
	ধারা - ৩১ *শিশুর শাস্তি সম্পর্কে বিশেষ বিধান। - এই আইন বা অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য কোন শিশু কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইলে উক্ত শিশুর বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত শাস্তি কার্যকর করা হইবেনা এবং তৎপরিবর্তে Children Act, ১৯৭৪ (XXXIX of 1974) এর বিধান অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য ট্রাইব্যুনাল উহার রায়ে নির্দেশ প্রদান করিবে এবং সেইক্ষেত্রে কারাদণ্ডে ও মেয়াদ উক্ত শিশুর বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হওয়ার তারিখে শেষ না হইলে উহার অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে, উক্ত শিশুকে কারাগারে রাখা যাইবে।*	
ধারা - ১৪ যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা যোগান এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য নির্ধারিত দণ্ডে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন।	ধারা - ৩২ অপরাধের প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি - যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা যোগন এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয় বা কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে প্ররোচনাকারী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন।	অপরাধে 'সহযোগিতা'র সংজ্ঞাটি স্পষ্ট নয়। *

* অপরাধে 'সহযোগিতা' করার বিষয়ে কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকাতে সমস্যা হয় বলে অনেক বিচারক এবং আইনজীবিগণ উল্লেখ করেছেন।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিল ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
	ধারা ৩৩ *নিরাপত্তা মূলক হিফাজত- এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত বা বিচারকালীন সময়ে যদি ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় কোন নারী বা শিশুকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত নারী বা শিশুকে কারাগারের বাহিরে ও সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে সরকারের হেফাজতে রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।*	কোন নারী নিরাপত্তা হেফাজতে যাবে কি না অথবা সেখানে থাকবে কি না সে বিষয়ে তার অনুমতি নিতে হবে। কেবল মাত্র তার সম্মতিক্রমে তাকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা উচিত। [১৭]
	ধারা - ৩৪ *ধর্ষিতা নারীর মেডিক্যাল পরীক্ষা - ধর্ষিতা নারীর মেডিক্যাল পরীক্ষার ক্ষেত্রে, ধর্ষণ সংঘটিত হইবার যতশীঘ্র সম্ভব তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে এবং যথাসম্ভব সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে কর্তব্যরত মহিলা ডাক্তার দ্বারা উক্ত পরীক্ষা সম্পন্ন করাইতে হইবে।*	মহিলা ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো ভালো তবে অনেক ক্ষেত্রে মহিলা ডাক্তার থাকেনা, সে সব ক্ষেত্রে কর্তব্যরত যে ডাক্তারই থাকুক তাঁকে দিয়েই পরীক্ষা করানো উচিত। [১৮]
ধারা - ২৭ Special powers Act, 1974 (XIV of 1974) এর Schedule, এর Paragraph 4B এবং Paragraph 4C বিলুপ্ত হইবে।	ধারা - ৩৫ বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা - সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।	

[১৭] 'নিরাপদ হেফাজত' অবশ্যই জেলখানার গন্ডীর বাইরে অন্য কোথাও হতে হবে। 'নিরাপদ হেফাজত'-জেলখানার মত হওয়া উচিৎ নয় যা নারীর স্বাধীনতা খর্ব করে এবং তার চলাফেরার ওপর বাধা সৃষ্টি হয়। নিরাপদ হেফাজত এমন কোন জায়গা হওয়া উচিৎ নয় যা নারীর জন্য নিরাপদ নয়।

[১৮] ধর্ষণ ঘটনার সার্বিক এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ ডাক্তারী পরীক্ষা সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে সাধারণ একটি 'ফরেনসিক কিট', যা অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হয়, সরকার তা বিতরন করতে পারে। উক্ত 'ফরেনসিক কিট' গুলো ব্যবহার করা খুব সহজ এবং ধর্ষিত ব্যক্তির মামলার জন্য প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষা গুলো যাতে বাদ না পড়ে তার নিশ্চয়তা বিধান করে। এই 'কিট' ব্যবহার করতে সামান্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন সুতরাং বাংলাদেশের সকল ডাক্তারকে এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৫	নারী ও শিশু নির্যাতন বিশেষ আইন ১৯৯৮	নারীপক্ষ'র মন্তব্য এবং সুপারিশ - ১৯৯৮ বিল
ধারা ২৮ Act XIV of 1974 এর সংশোধন Special Powers Act, 1974 এর (XIV of 1974) এর Schedule Paragraph 4B এর Paragraph 4C বিলুপ্ত হইবে ধারা ২৯ .(১) Cruelty to Women (Deterrent Punishment) Ordinance, ১৯৮৩ (LX of 1983) এতদ্বারা রহিত করা হলো।	ধারা - ৩৬ (১) *নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১৮ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্‌ধারা রহিত করা হইল।*	
ধারা ২৯.(২) উক্ত রূপ রহিতকরণে অব্যবহিত পূর্বে উক্ত Ordinance এর অধীন অপরাধের বিচারাধীন মামলা এবং অনুরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল এমনভাবে পরিচালিত ও নিস্পত্তি হইবে যেন উক্ত Ordinance রহিত এবং Special Powers Act, ১৯৭৪ (XIV of 1974) এর Schedule এর Paragraph 4B Paragraph 4C বিলুপ্ত করা হয় নাই।	ধারা - ৩৬(২) উক্তরূপ রহিত করণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের অধীন অপরাধের বিচারাধীন মামলা এবং অনুরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল সংশ্লিষ্ট আদালতে এমনভাবে পরিচালিত ও নিস্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত করা হয় নাই।	
ধারা ২৯.(৩) উক্ত Ordinance এর অধীন অপরাধের কারণে যে সমস্ত মামলার এজাহার করা হইয়াছে বা তৎপ্রেক্ষিতে চার্জসিট করা হইয়াছে সে সমস্ত মামলা ও উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।	ধারা - ৩৬(৩) উক্ত আইনের অধীন অপরাধের কারনে যে সমস্ত মামলার রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হইয়াছে বা তৎপ্রেক্ষিতে চার্জশীট দাখিল করা হইয়াছে, বা মামলা তদন্তাধীন রহিয়াছে, সেই সমস্ত মামলাও উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত আদালতে বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।	
	ধারা - ৩৬(৪) উক্ত আইনের অধীনে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতসমূহ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল হিসাবে গণ্য হইবে।	